ই-লাইব্রেরির মাধ্যমে বিবিএস এর প্রকাশনা স্থানীয় নাগরিকদের কাছে সহজলভ্যকরণ

জমাদানকারীর নাম: মুহাম্মদ মিজানুর রহমান হাওলাদার

জমাদানকারীর পদবি: উপপরিচালক

জমাদানকারীর কর্মস্থল: জেলা পরিসংখ্যান অফিস, বরিশাল

যোগাযোগের বিস্তারিত ঠিকানা:

উপপরিচালক
জেলা পরিসংখ্যান অফিস
লতিফ মঞ্জিল
উত্তর আলেকান্দা (পূর্ব বগুড়া রোড)
বরিশাল-৮২০০

মোবাইল ফোন নম্বর: ০১৮২৫০৪৯৩৯৮

আপনার উদ্যোগের শিরোনাম (অনুগ্রহ করে অনূর্ধ্ব ১০ শব্দের মধ্যে লিখুন):

ই-লাইব্রেরির মাধ্যমে বিবিএস এর প্রকাশনা স্থানীয় নাগরিকদের কাছে সহজলভ্যকরণ

যে সমস্যাটি সমাধান করতে চান তার বিবরণ লিখুন (অনুগ্রহ করে অনূর্ধ্ব ২০০ শব্দের মধ্যে লিখুন):

বর্তমান অবাধ তথ্য প্রযুক্তির যুগে গণগ্রন্থাগারগুলোতে পাঠকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে প্রতিনিয়ত হ্রাস পাচ্ছে। এরফলে পাঠ অভ্যাসের মত একটি ইতিবাচক অভ্যাসে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। যার প্রভাবে সামাজিক মূল্যবোধ, জাতি গঠনের চেতনা ও সৃজনশীল মানসিকতায় নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাছাড়া বর্তমানে যেসকল গ্রন্থাগার পাঠকের জন্য সেবা প্রদান করছে তার বেশীরভাগই সর্বসাধারণের জন্য সুগম্য নয়।

দূরত্ব, সময়, যাতায়াত ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যস্ততা, পাঠের পরিবেশের অভাব এবং কর্মময় জীবনের অপরিসীম ব্যস্ততার কারণে প্রকৃত পাঠকের সংখ্যাও হ্রাস পাচ্ছে। এরফলে পাঠকের মনের চিরায়ত আকাংখাগুলি অবদমিত হচ্ছে। তাই পাঠকের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লাইব্রেরি সেবাকে অনলাইনভিত্তিক এবং বহুমূখীকরণ করা প্রয়োজন। এতে করে একজন পাঠক চাইলেই ঘরে বসে তাঁর পছন্দমত বই/রিপোর্ট বাছাই করে পড়তে পারবেন। একখানা বই/রিপোর্ট/প্রবন্ধ একাধিক ব্যক্তি একই সময় পঠন-পাঠনেরও সুযোগ পাবেন। প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলিকে অন্যের সঙ্গে সহজেই শেয়ার করতে পারবেন।

সমস্যার মূল কারণ (সর্বোচ্চ ৫০০ বর্ণের মধ্যে লিখুন):

বর্তমান বিদ্যমান ব্যবস্থায় লাইব্রেরিভিত্তিক পরিসেবায় আধুনিকায়নের অভাবই পাঠক সংখ্যা হ্রাসের অন্যতম কারণ। তথ্য প্রযুক্তির এ বিশ্বায়নের যুগে মানুষের আধুনিক মানসিকতা যেখানে উন্নত সেবা পেতে আগ্রহী সেখানে গতানুগতিক ধ্যান ধারণা এ ক্রমবিকাশের পথকে অবরুদ্ধ করে। স্কুল-কলেজ- বিশ্ববিদ্যালয় এর শিক্ষার্থী, গবেষক, উদ্যোক্তা, উন্নয়নকর্মী, শিক্ষক, সরকারী ও বেসরকারী কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক তথ্য-উপাত্তের উপর নির্ভর করে থাকেন। পাঠক স্বল্প সময়ে একীভুতভাবে তাদের চাহিদা মাফিক তথ্যের উৎস হিসেবে লাইব্রেরিকেন্দ্রীক নানামূখী বই-পুস্তক ও প্রকাশিত সাম্প্রতিক প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে থাকেন। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে প্রয়োজন মাফিক সকল তথ্য একীভুতকরণ সময় সাপেক্ষ হয়ে যায়। তাই পুরানো প্রথার পরিবর্তে অনলাইনভিত্তিক ই-লাইব্রেরি পরিসেবার মাধ্যমে বা ই-সেবার মাধ্যমে সর্বসাধারণ তাদের প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যানিক তথ্য সেবা সহজে পেতে পারবেন।

ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠী (সর্বোচ্চ ৫০ বর্ণের মধ্যে লিখুন):

প্রত্যাশিত সেবা প্রার্থী হতে পারেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক, বির্তাকিক, উন্নয়নকর্মী, এনজিও প্রতিনিধি, জনপ্রতিনিধি/রাজনীতিবিদ, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী, বেসরকারী কর্মজীবী, ব্যবসায়ী, কৃষক, শ্রমিক, নারী ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা প্রভৃতি।

আপনার প্রস্তাবিত সমাধানটি অনুগ্রহ করে লিখুন (অনুগ্রহ করে অনুর্ধ্ব ২০০ শব্দের মধ্যে লিখুন):

ক) অনলাইন ভিত্তিক ই-লাইব্রেরী সেবা চালু করা।

- নতুন ওয়েব সাইট খোলা যেতে পারে।
- জেলা তথ্য বাতায়নে ইতোমধ্যে সাব মেন্যু তৈরি করা হয়েছে।
- অনলাইনে বইয়ের ক্যাটালগ দেয়া যেতে পারে পিডিএফ, ওয়ার্ড এবং এক্সেল ভার্সনে। এতে করে পাঠক-গবেষক সহজেই প্রত্যাশিত বইটি খুজেঁ পাবেন।
- বই বা রিপোর্টসমূহ এর অনলাইন পিডিএফ ভার্সন বা সংস্করণ দেয়া যেতে পারে। এর ফলে পাঠক প্রয়োজনীয় বইয়ের কপি/পৃষ্ঠাগুলো সহজেই ডাউনলোড করতে পারবেন।

খ) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা যেহেতু প্রতিদিনই ক্রমবর্ধমানহারে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেহেতু ফেসবুক পেজ অথবা গ্রুপ তৈরির মাধ্যমে ই-লাইব্রেরির সংগৃহীত ও মজুদকৃত বইসমূহ আপলোড করে প্রচারণা বাড়ানো, পাঠক তৈরী করা এবং জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিবসে পঠিত বইয়ের উপর কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে।

গ) জেলা শিক্ষা অফিস এবং জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের মাধ্যমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ই-লাইব্রেরির প্রচারনা চালানো যেতে পারে। যা জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বির্নিমাণে তথা জাতির মেধা ও মননশীলতার পরিস্ফুটন ঘটাতে সহায়তা করবে।

ঘ) বিভিন্ন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় অনলাইন পাঠক ফোরাম তৈরি করা যেতে পারে। যা সন্ত্রাস ও জংগীবাদরোধে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে ভূমিকা রাখবে।

আপনার উদ্যোগটি যে সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনবে বলে মনে করছেন? (ড্রপ ডাউন মেন্যু থেকে নির্বাচন করুন):

- পরিসংখ্যান সেবা

প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন আসবে)

(ক) গুণগত পরিবর্তন:

- ই-লাইব্রেরির মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ, তথ্য ও উপাত্তভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে তা ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
- স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ সহজ হবে।
- শিক্ষার্থী, গবেষক ও উন্নয়ন কর্মীরা তাদের জ্ঞানকে সমাজ বদলে কাজে লাগাতে পারবে।

(খ) পরিমাণগত পরিবর্তন:

২০১৮ সালে স্থানীয়ভাবে বরিশাল জেলায় ১০০০ পাঠক-গবেষক-উন্নয়ন কর্মী, সরকারী-বেসরকারী অংশীজনকে সেবা প্রদান করা যেতে পারে।

পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কি না পরিমাপের মানদন্ড):

- বিভিন্ন ফরম তৈরি করে ফিডব্যাক নেয়া যেতে পারে।
- সেবা গ্রহীতাদের সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে কার্যক্রমকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
- অনলাইনে পাঠকের মতামত নেয়া যেতে পারে।

স্বাক্ষর: Rahman 14.03.18